শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

জীবননগর উপজেলা পরিষদের জুলাই-২০২০খ্রিঃ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
তারিখ ঃ ০৯-০৭-২০২০খ্রিঃ, সময় ঃ বেলা- ১০:৩০ ঘটিকা।
স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ
সভা নং ঃ ০১/২০২০-২১ অর্থবছর।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট - ক

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানান। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোছাঃ আয়েশা সুলতানা এবং ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আঃ সালাম সভায় উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব এস. এম. মুনিম লিংকন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ঃ সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	গত জুন/২০২০খ্রিঃ মাসের সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়।	সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
০২	উপজেলা আইন-শৃংখলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানা বলেন যে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে গত ০৮-০৭-২০২০খ্রিঃ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম স্যারের নির্দেশে জীবননগর শহরে সচেতনতা মূলক মাইকিং ও মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি পালন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ। এ সময় মাইকিং করে বলেন সবাইকে সচেতন হতে হবে ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আরো বলেন বাড়ির বাহিরে আসলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করিতে হবে। আপনি সুস্থ থাকুন ও অপরকে সুস্থ থাকার জন্য সচেতন করুন।	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সকলকে সচেতন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হলো।	অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানা।
০৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার বলেন যে, গত ০৪/০৩-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় নিজেদের মধ্যে সচেতনতা থাকতে হবে। সামাজিক দুরুত্ব মেনে চলতে হবে। খুব প্রয়োজন না হলে বাসার বাইরে না যাওয়া। বার বার হাত ধৌত করা। গরম পানি খাওয়া। গরম ভাভ নিব। যদি সর্দি কাশি হয় তাহলে আমার কাছে ফোনে যোগাযোগ করলে আমি যতদুর সম্ভব চিকিৎসা দেব। আমরা সব সময় ঘরে থাকবো। এখন ঘরে থেকে বেশি মানুষ ভালো হচ্ছে। যদি টেস্ট করা যায় তাহলে আক্রান্তের হার বেশী পাওয়া যাবে। সে তুলনায় মৃত্যুর হার কমে আসছে। আমাদের শরীরে একটি প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে আসছে। আমরা বাসায় বসেই নিজের চিকিৎসা নিজে করবো। ভিটামিন সি জাতীয় ফল বেশী করে খাবো। যতটা সম্ভব বাহিরে কম যাব এবং বাহিরে গেলে অবশ্যই মুখে মাস্ক দিয়ে বের হবো।	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সকলকে সচেতন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।